যিশু খ্রিস্টের প্রত্যাদেশ - নম্বর চার

যিশায়া চল্লিশ

Jeff Pippenger
2023-10-23

যিশু খ্রিস্টের প্রকাশিত বাক্যের যে বার্তাটি উন্মোচিত হচ্ছে, তাতে "সত্য" হিসেবে অনূদিত হিব্রু শব্দটির পরিচয় অন্তর্ভুক্ত আছে, যা অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি খ্রিস্টের চরিত্রকে আলফা ও ওমেগা হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করে। কোনো কিছুর শুরুই তার শেষকে প্রতিনিধিত্ব করে—এই বিষয়টি সমগ্র বাইবেলে ব্যাপ্ত, এবং খ্রিস্টের চরিত্র বাইবেলে প্রকাশিত, কারণ তিনিই বাক্য। আলফা ও ওমেগা হলো খ্রিস্টের চরিত্রের সেই উপাদান, যেটিকে তিনি নিজেই চিহ্নিত করেন—এটাই প্রমাণ যে তিনি ঈশ্বর।

ইশাইয়ার চল্লিশতম অধ্যায় একটি ভাববাদী বর্ণনার সূচনা নির্দেশ করে, যা ইশাইয়ার পুস্তকের শেষ পর্যন্ত, অর্থাৎ ছেষট্টিতম অধ্যায় পর্যন্ত, চলতে থাকে। এটি শুরু হয় সেই প্রেরিত সান্ত্বনাকারীকে চিহ্নিত করার মাধ্যমে, যাঁকে খ্রীষ্ট তাঁর প্রস্থানজনিত শোক থেকে শিষ্যদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন; তবে সান্ত্বনাকারীর আগমন, অন্যান্য সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীর মতোই, অন্তিম কালে তার পূর্ণতা লাভ করে। ইশাইয়া ও যীশুর সান্ত্বনাকারীর আগমন সম্পর্কিত এই চিহ্নিতকরণ এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের আন্দোলনের হতাশার দিকে ইঙ্গিত করে, যা ১৮ জুলাই, ২০২০-এ ঘটেছিল।

> তবুও আমি তোমাদের সত্য বলছি: তোমাদের জন্য ভাল যে আমি চলে যাই; কারণ আমি না গেলে সান্ত্বনাকারী তোমাদের কাছে আসবেন না; কিন্তু যদি আমি যাই, আমি তাঁকে তোমাদের কাছে পাঠাব। আর তিনি এলে, তিনি পাপ, ধার্মিকতা ও বিচার বিষয়ে জগতকে দোষী সাব্যস্ত করবেন। যোহন ১৬:৭, ৮।

‘পাপ, ধার্মিকতা এবং বিচার’—এই শব্দগুলোই সান্ত্বনাকারী জগতকে ‘ভর্ত্সনা’ করতে ব্যবহার করবেন। ‘ভর্ত্সনা’ হিসেবে যে শব্দটি অনূদিত হয়েছে, তার মধ্যে ‘প্রত্যয় করানো’র অর্থও রয়েছে। ‘পাপ, ধার্মিকতা এবং বিচার’—এই তিনটি ধাপ ‘সত্য’ হিসেবে অনূদিত যে হিব্রু শব্দটি আছে, তার প্রতিনিধিত্ব করে। ওই শব্দটি হিব্রু বর্ণমালার প্রথম, ত্রয়োদশ ও শেষ অক্ষর দিয়ে গঠিত, এবং তা নির্দেশ করে যে সমস্ত কিছুর স্রষ্টা প্রথম ও শেষ—আলফা এবং ওমেগা। নিরাশ এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের কাছে সান্ত্বনাকারী যখন আসবেন, তিনি প্রথমে তাদেরকে, তারপর জগতকে, এই বিষয়ে প্রত্যয় করাবেন যে ঈশ্বরই আলফা এবং ওমেগা।

> সান্ত্বনা দাও, সান্ত্বনা দাও আমার জাতিকে, তোমাদের ঈশ্বর বলেন। যিরূশালেমকে সান্ত্বনার কথা বল, তার কাছে ঘোষণা কর যে তার যুদ্ধ শেষ হয়েছে, তার অপরাধ ক্ষমা করা হয়েছে; কারণ তার সব পাপের জন্য সে প্রভুর হাত থেকে দ্বিগুণ শাস্তি পেয়েছে। মরুপ্রান্তরে একজনের ডাক শোনা যায়: প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর, আমাদের ঈশ্বরের জন্য মরুভূমিতে সোজা এক রাজপথ তৈরি কর। প্রত্যেক উপত্যকা উঁচু করা হবে, প্রত্যেক পর্বত ও টিলা নীচু করা হবে; বাঁকা জায়গাগুলো সোজা হবে, আর বন্ধুর স্থানগুলো সমতল হবে। আর প্রভুর মহিমা প্রকাশিত হবে, এবং সমস্ত মানুষ একসঙ্গে তা দেখবে; কারণ প্রভুর মুখেই এই কথা বলা হয়েছে। ইশাইয়া ৪০:১–৫।

এই অংশটি শেষেকালীন এলিয়াহ বার্তাবাহকের কাজকে চিহ্নিত করছে—যাঁকে উইলিয়াম মিলার দ্বারা প্রতীকায়িত করা হয়েছিল; উইলিয়াম মিলারকে প্রতীকায়িত করেছিলেন বাপ্তিস্মদাতা যোহন; যোহনকে প্রতীকায়িত করেছিলেন এলিয়াহ; এবং যাঁকে মালাখি 'চুক্তির দূতের পথ প্রস্তুতকারী দূত' হিসেবে সনাক্ত করেছিলেন। চূড়ান্ত এলিয়াহ আন্দোলনে, যখন প্রভু অপেক্ষার সময়ে নিরাশ হয়ে পড়া এবং প্রভুর জন্য অপেক্ষমাণদের শক্তি দিতে সান্ত্বনাকারীকে পাঠাবেন, তখন "প্রভুর মহিমা প্রকাশিত হবে, এবং সমস্ত মানুষ একত্রে তা দেখবে।" প্রভুর "মহিমা" তাঁর চরিত্র, এবং যিশু খ্রিস্টের প্রকাশিত বাক্য হল তাঁর চরিত্রের সেই উপাদানের উন্মোচন, যা আলফা ও ওমেগা হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে। ভূমিকা-স্বরূপ প্রথম পাঁচটি পদ শেষে, "অরণ্যে ধ্বনি তোলা এক জনের কণ্ঠ" ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করে, "আমি কী বলব?"

> কণ্ঠ বলল, 'ঘোষণা করো।' তিনি বললেন, 'আমি কী ঘোষণা করব?' সকল মানুষ ঘাস; আর তাদের সমস্ত সৌন্দর্য মাঠের ফুলের মতো। ঘাস শুকিয়ে যায়, ফুল ম্লান হয়ে যায়; কারণ প্রভুর শ্বাস তার উপর বয়ে যায়; নিশ্চয়ই মানুষ ঘাসস্বরূপ। ঘাস শুকিয়ে যায়, ফুল ম্লান হয়ে যায়; কিন্তু আমাদের ঈশ্বরের বাক্য চিরকাল স্থায়ী থাকবে। ইশাইয়া ৪০:৬-৮।

আলফা ও ওমেগা হিসেবে উপস্থাপিত খ্রিস্টের চরিত্রের বার্তাটি ইসলামের প্রতীকবাদের মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে। ইজেকিয়েল ৩৭ অধ্যায়ে মৃত অস্থিতে ভরা এক উপত্যকার অস্থিগুলোকে প্রথমে একত্র করা হয়, এবং পরে চার বায়ুর ভাববাদী বার্তায় তাদের জীবিত করা হয়।

> স্বর্গদূতেরা চার বাতাসকে ধরে রেখেছে; সেগুলোকে একটি ক্রুদ্ধ ঘোড়া হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে, যে বাঁধন ছিঁড়ে মুক্ত হয়ে সমগ্র পৃথিবীর উপর দিয়ে ধেয়ে যেতে চায়, তার পথে ধ্বংস ও মৃত্যু বয়ে নিয়ে।
>
> "আমরা কি শাশ্বত জগতের একেবারে প্রান্তসীমায় এসে ঘুমিয়ে পড়ব? আমরা কি নিস্তেজ, শীতল ও মৃত হয়ে থাকব? আহা, যদি আমাদের গির্জাগুলিতে ঈশ্বরের আত্মা ও নিশ্বাস তাঁর লোকদের মধ্যে ফুঁকে দেওয়া হতো, যাতে তারা নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে বাঁচতে পারে। আমাদের বুঝতে হবে যে পথটি সংকীর্ণ, এবং ফটকটিও সংকীর্ণ। কিন্তু আমরা যখন সেই সংকীর্ণ ফটক দিয়ে পেরিয়ে যাই, তখন তার প্রশস্ততার কোনো সীমা নেই।" ম্যানুস্ক্রিপ্ট রিলিজেস, খণ্ড ২০, ২১৭.

বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীতে ক্রুদ্ধ ঘোড়া হলো ইসলাম। ধ্বংসের কাজ করা থেকে সেই ক্রুদ্ধ ঘোড়াকে আটকে রাখা হচ্ছে, যা প্রকাশিত বাক্যের সপ্তম অধ্যায়ে চারজন স্বর্গদূতের দ্বারা চার বাতাসকে ধরে রাখার মাধ্যমে প্রতীকায়িত হয়েছে। এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার জন সীলমোহর প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে সংযত রাখা হচ্ছে।

> এর পর এই সবের পরে আমি দেখলাম চারজন স্বর্গদূত পৃথিবীর চার কোণে দাঁড়িয়ে আছে; তারা পৃথিবীর চার বাতাস ধরে রেখেছে, যাতে কোনো বাতাস পৃথিবীর উপর, সমুদ্রের উপর, বা কোনো গাছের উপর না বয়। আর আমি আরেকজন স্বর্গদূতকে পূর্ব দিক থেকে উঠতে দেখলাম; তার কাছে জীবন্ত ঈশ্বরের সীলমোহর ছিল। তিনি উচ্চ স্বরে সেই চার স্বর্গদূতকে বললেন, যাদের পৃথিবী ও সমুদ্রের ক্ষতি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, বললেন, আমাদের ঈশ্বরের দাসদের তাদের কপালে সীলমোহর না দেওয়া পর্যন্ত পৃথিবীকে, সমুদ্রকে বা গাছগুলিকে ক্ষতি করো না। প্রকাশিত বাক্য ৭:১-৩।

চার বাতাসকে আটকে রাখা মানে হলো, ঈশ্বরের লোকদের সীলমোহর দেওয়ার কাজ সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত ইসলামকে রোধ করে রাখা। প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থে ইসলামকে সাতটি তূরীর শেষে তিনটি হিসেবে, এবং একই সঙ্গে তিনটি দুর্যোগ হিসেবেও উপস্থাপিত করা হয়েছে।

> আর আমি দেখলাম, এবং স্বর্গের মধ্যভাগ দিয়ে উড়ে চলা এক দেবদূতকে উচ্চ স্বরে বলতে শুনলাম, হায়, হায়, হায়, পৃথিবীর অধিবাসীদের জন্য, কারণ তিন দেবদূতের তূরীর অন্য ধ্বনিগুলি এখনো বাজতে বাকি আছে! প্রকাশিত বাক্য ৮:১৩।

তিনটি 'হায়' তুরীর পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর, যোহন নবম অধ্যায়ে ইসলামের বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করেন। নবম অধ্যায়ের চতুর্থ পদে ইসলামকে একটি আদেশ দেওয়া হয়েছে, যা মুহাম্মদের পর প্রথম নেতা আবু বকরের ইতিহাসে বাস্তবায়িত হয়েছিল।

> আর তাদের আদেশ দেওয়া হল যে তারা যেন পৃথিবীর ঘাসের, কোনো সবুজ বস্তু বা কোনো বৃক্ষের ক্ষতি না করে; বরং কেবল তাদেরই ক্ষতি করুক, যাদের কপালে ঈশ্বরের মোহর নেই। প্রকাশিত বাক্য ৯:৪।

ইউরাইয়া স্মিথ চতুর্থ পদের সঙ্গে আবুবকেরের সম্পর্ক চিহ্নিত করেছিলেন।

> মোহাম্মদের মৃত্যুর পর, খ্রিস্টাব্দ ৬৩২ সালে নেতৃত্বে তাঁর উত্তরসূরি হন আবুবকের, যিনি নিজের কর্তৃত্ব ও শাসন সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা মাত্রই আরবীয় গোত্রসমূহের উদ্দেশে একটি পরিপত্র পাঠিয়েছিলেন, যার থেকে নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত:
>
> 'যখন তোমরা প্রভুর লড়াই করবে, তখন পুরুষের মতো নিজেকে প্রমাণ করো, পিঠ ফিরিয়ে দিও না; কিন্তু তোমাদের জয় যেন নারী ও শিশুর রক্তে কলঙ্কিত না হয়। কোনো খেজুরগাছ ধ্বংস কোরো না, কোনো শস্যক্ষেতে পুড়িয়ে দিও না। কোনো ফলগাছ কেটে ফেলো না, এবং গবাদিপশুকে কোনো ক্ষতি কোরো না—শুধু যেগুলো খাওয়ার জন্য জবাই করবে, সেগুলো ছাড়া। তোমরা যখন কোনো চুক্তি বা অঙ্গীকার করবে, তা পালন করবে, এবং কথা রাখবে। আর পথে যেতে যেতে তোমরা কিছু ধর্মীয় ব্যক্তিকে পাবে, যারা মঠে নির্জনে বাস করে এবং সেইভাবে ঈশ্বরের সেবা করতে চায়; তাদের একা ছেড়ে দিও, তাদের হত্যা কোরো না, তাদের মঠও ধ্বংস কোরো না। আবার তোমরা আরেক রকম লোকও পাবে, যারা শয়তানের উপাসনালয়ের লোক, যাদের মাথার চূড়া কামানো; নিশ্চিত থেকো, তাদের করোটিতে চিরে দেবে, এবং তারা হয় মুসলমান হবে না হলে খাজনা দেবে—তার আগে তাদের কোনো দয়া দেখাবে না।' উরাইয়াহ স্মিথ, ড্যানিয়েল অ্যান্ড দ্য রেভেলেশন, ৫০০।

উরিয়া স্মিথ আরও দুই শ্রেণীর মানুষের কথা চিহ্নিত করেন, যাদের রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আনতে আবুবকের পাঠানো ইসলামী যোদ্ধারা পৃথকভাবে চিহ্নিত করবে। এক শ্রেণীকে তিনি রবিবারে উপাসনা করা ক্যাথলিক সন্ন্যাসী হিসেবে চিহ্নিত করেন; আর অন্য শ্রেণী ছিল তারা, যারা সপ্তম দিনে উপাসনা করত। ইসলামের কাজ ছিল কেবল সূর্য-উপাসকদের আক্রমণ করা। আমাদের বিবেচনায় আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো, মানুষ—সে রবিবার পালনকারী হোক বা সাবাথ পালনকারী—প্রতীকীভাবে ঘাস, সবুজ উদ্ভিদ এবং বৃক্ষ হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে চারটি বাতাসকে ঘাসের ওপর বইতে থেকে রুদ্ধ রাখা হয়েছিল, যতক্ষণ না সাবাথ পালনকারীদের সীলমোহর দেওয়া হয়েছিল।

এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের আন্দোলনের বার্তাবাহক ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করে, "আমি কী ঘোষণা করব?" তাকে বলা হয়েছিল যে তার বার্তা হবে এই যে ঈশ্বরের বাক্য চিরকাল অটল থাকে, এবং সেই বার্তাটি ঘাসের উপর বয়ে যাওয়া বাতাসের প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করতে হবে। যখন সান্ত্বনাকারী পাঠানো হয় সেই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের কাছে, যারা ইসলাম-সম্পর্কিত একটি ব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণীতে হতাশ হয়েছিল এবং পরে বুঝতে পেরেছিল যে তারা দশ কুমারীর দৃষ্টান্তের বিলম্বের সময়ে রয়েছে, তখন সান্ত্বনাকারী তাদের জানান যে তারা যে বার্তা উপস্থাপন করবে, তা হলো বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীতে ইসলামের ভূমিকা সম্পর্কে বার্তা। বিলম্বের সময়ের ইতিহাসে সান্ত্বনাকারীর আগমন তাদেরকে দাঁড় করায়।

> তিনি আমাকে বললেন, হে মনুষ্যপুত্র, উঠে দাঁড়াও, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলব। আর তিনি যখন আমার সঙ্গে কথা বললেন, তখন আত্মা আমার মধ্যে প্রবেশ করল এবং আমাকে আমার পায়ে দাঁড় করাল, যাতে আমি তাঁর কথা শুনতে পেলাম, যিনি আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন। ইজেকিয়েল ২:১, ২।

তারা পুনরুত্থিত হলে উঠে দাঁড়ায়।

> আর সব জাতি, গোত্র, ভাষা ও দেশসমূহের লোকেরা সাড়ে তিন দিন ধরে তাদের মৃতদেহ দেখবে, এবং তাদের মৃতদেহ কবরস্থ করতে দেবে না। আর পৃথিবীতে যারা বাস করে তারা তাদের নিয়ে আনন্দ করবে, উল্লাস করবে, এবং একে অপরকে উপহার পাঠাবে; কারণ এই দুই নবী পৃথিবীতে বসবাসকারীদের যন্ত্রণা দিয়েছিল। আর সাড়ে তিন দিনের পরে ঈশ্বরের কাছ থেকে জীবনের আত্মা তাদের মধ্যে প্রবেশ করল, এবং তারা নিজেদের পায়ে দাঁড়াল; আর যারা তাদের দেখেছিল, তাদের উপর মহাভয় নেমে এল। প্রকাশিত বাক্য ১১:৯-১১।

দাঁড়িয়ে ওঠা এবং তারপর পতাকা হিসেবে উত্তোলিত হওয়া—এই দুই ধাপ ইজেকিয়েল গ্রন্থের সাঁইত্রিশতম অধ্যায়েও উপস্থাপিত হয়েছে। ইজেকিয়েলের প্রথম ধাপে হতাশার উপত্যকায় থাকা মৃত, শুষ্ক হাড়গুলোর দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একত্রিত হয়। ইজেকিয়েলের দ্বিতীয় ধাপ হলো চার বাতাসের বার্তা, যা সিলমোহরের বার্তা, যা ইসলামের বার্তা।

> তিনি আমাকে বললেন, “মানবপুত্র, এই অস্থিগুলি কি জীবিত হতে পারে?” আমি উত্তর দিলাম, “হে সদাপ্রভু ঈশ্বর, আপনিই জানেন।” আবার তিনি আমাকে বললেন, “এই অস্থিগুলির প্রতি ভবিষ্যদ্বাণী কর, এবং তাদের বল, ‘হে শুষ্ক অস্থিগণ, সদাপ্রভুর বাক্য শোন। সদাপ্রভু ঈশ্বর এই অস্থিগুলিকে বলেন: দেখ, আমি তোমাদের মধ্যে শ্বাস প্রবেশ করাব, এবং তোমরা জীবিত হবে। আমি তোমাদের উপর শিরা-স্নায়ু বসিয়ে দেব, তোমাদের উপর মাংস গজিয়ে তুলব, চর্ম দিয়ে তোমাদের আবৃত করব, এবং তোমাদের মধ্যে শ্বাস প্রবেশ করাব; তখন তোমরা জীবিত হবে; এবং তোমরা জানবে যে আমিই সদাপ্রভু।’” সুতরাং আমি যেভাবে আমাকে আদেশ করা হয়েছিল সেভাবেই ভবিষ্যদ্বাণী করলাম; এবং যখন আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছিলাম, একটি শব্দ হলো, এবং দেখো, এক কম্পন ঘটল, এবং অস্থিগুলি একত্রিত হল—প্রত্যেক অস্থি তার উপযুক্ত অস্থির সঙ্গে। তারপর আমি দেখলাম, তাদের উপর শিরা-স্নায়ু ও মাংস গজিয়ে উঠল, এবং চর্ম তাদের ঢেকে দিল; কিন্তু তাদের মধ্যে শ্বাস ছিল না। তখন তিনি আমাকে বললেন, “বাতাসের প্রতি ভবিষ্যদ্বাণী কর; ভবিষ্যদ্বাণী কর, হে মানবপুত্র, এবং বাতাসকে বল, ‘সদাপ্রভু ঈশ্বর এই কথা বলেন: হে শ্বাস, চার দিকের বাতাস থেকে এসে এই নিহতদের উপর শ্বাস দাও, যাতে তারা জীবিত হয়।’” আমি যেমন তিনি আমাকে আদেশ করেছিলেন তেমনি ভবিষ্যদ্বাণী করলাম, এবং শ্বাস তাদের মধ্যে প্রবেশ করল, এবং তারা জীবিত হল, এবং তাদের পায়ে দাঁড়াল—অত্যন্ত বড়ো এক বাহিনী। ইজেকিয়েল 37:3-10.

ইশাইয়ার গ্রন্থের যে অংশটি আমরা বর্তমানে বিবেচনা করছি, সেখানে যখন সান্ত্বনাকারী আসেন, তারা নিজেদের পায়ে দাঁড়ায়; তারপর তারা একটি উচ্চ পর্বতে পতাকা হিসেবে উত্তোলিত হয় এবং 'সুসংবাদ' ঘোষণা করে, যা হলো পরবর্তী বৃষ্টি, তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা।

> হে সিয়োন, যে সুসমাচার আনে, উঁচু পর্বতে উঠে পড়; হে যিরূশালেম, যে সুসমাচার আনে, শক্তি সহকারে তোমার স্বর তুল; স্বর আরও উঁচু কর, ভয় করো না; যিহূদার নগরীগুলিকে বল, ‘দেখো, তোমাদের ঈশ্বর!’ দেখ, প্রভু ঈশ্বর প্রবল হাত নিয়ে আসছেন, আর তাঁর বাহুই তাঁর পক্ষে শাসন করবে; দেখ, তাঁর পুরস্কার তাঁর সঙ্গে, আর তাঁর কর্ম তাঁর সম্মুখে। তিনি রাখালের মতো তাঁর পালকে চরাবেন; তিনি মেষশাবকদের তাঁর বাহুতে একত্র করবেন এবং তাঁদের তাঁর বুকে বহন করবেন, আর যাদের বাচ্চা আছে তাদের তিনি কোমলভাবে পথ দেখাবেন। কে তাঁর হাতের তালুতে জল মেপেছে, আর হস্তপ্রসারে আকাশ মেপেছে, আর এক মাপে পৃথিবীর ধূলি ধারণ করেছে, আর পর্বতগুলো দাঁড়িপাল্লায়, পাহাড়গুলো তোলায় ওজন করেছে? কে প্রভুর আত্মাকে নির্দেশ দিয়েছে, অথবা তাঁর উপদেষ্টা হয়ে তাঁকে শিক্ষা দিয়েছে? তিনি কার সঙ্গে পরামর্শ নিয়েছিলেন, আর কে তাঁকে শিক্ষা দিয়েছিল, এবং বিচারের পথে তাঁকে কে শিখিয়েছিল, এবং তাঁকে জ্ঞান কে শেখাল, এবং তাঁকে বোধের পথ কে দেখাল? দেখ, জাতিগুলো বালতির এক ফোঁটার মতো, আর দাঁড়িপাল্লার সূক্ষ্ম ধুলোর মতো গণ্য; দেখ, তিনি দ্বীপপুঞ্জগুলোকে অতি তুচ্ছ বস্তু হিসেবে উঠিয়ে নেন। আর লেবানন জ্বালানোর জন্য যথেষ্ট নয়, তার পশুরাও দগ্ধ-বলির জন্য যথেষ্ট নয়। সকল জাতি তাঁর সামনে কিছুই নয়; তাঁর কাছে তারা শূন্যেরও কম এবং নিরর্থক। ইশাইয়া ৪০:৯-১৭।

যারা তাদের কবর থেকে বেরিয়ে এসেছে, তাদের একটি পতাকার মতো উঁচু করে তোলা হয়েছে; অথবা ইশাইয়া যেমন উল্লেখ করেছেন, তাদের "একটি উচ্চ পর্বতে" নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেই উচ্চ পর্বতই হলো সেই পতাকা, এবং এটি তাদের প্রতিনিধিত্ব করে যারা প্রভুর জন্য অপেক্ষা করছিলেন, যে বিলম্বের সময় ১৮ জুলাই, ২০২০-এর প্রথম হতাশার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল।

> একজনের তিরস্কারে হাজার জন পালাবে; পাঁচজনের তিরস্কারে তোমরা পালাবে—যতক্ষণ না তোমরা পাহাড়ের শিখরে সংকেত-বাতির মতো, আর টিলার উপর নিশানের মতো হয়ে অবশিষ্ট রয়ে যাও। তাই প্রভু অপেক্ষা করবেন, যাতে তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে পারেন; তাই তিনি মহিমান্বিত হবেন, যাতে তিনি তোমাদের প্রতি করুণা করতে পারেন; কারণ প্রভু বিচারের ঈশ্বর; ধন্য তারা সকলেই, যারা তাঁর জন্য অপেক্ষা করে। ইশাইয়া ৩০:১৭, ১৮।

প্রকাশিত বাক্য ১১-এ পতাকাটি স্বর্গে তুলে নেওয়া হয়।

> আর তারা স্বর্গ থেকে একটি মহান কণ্ঠস্বর শুনল, যা তাদের উদ্দেশে বলল, উপরে উঠে এসো। আর তারা মেঘের মধ্যে স্বর্গে আরোহণ করল; এবং তাদের শত্রুরা তাদের দেখল। এবং সেই একই ঘণ্টায় একটি মহা ভূমিকম্প হলো, এবং শহরের দশমাংশ ভেঙে পড়ল, এবং সেই ভূমিকম্পে সাত হাজার মানুষ নিহত হলো; আর অবশিষ্টরা আতঙ্কিত হয়ে স্বর্গের ঈশ্বরকে মহিমা দিল। প্রকাশিত বাক্য ১১:১২, ১৩।

প্রকাশিত বাক্য অধ্যায় এগারো জানিয়ে দেয় যে, ভূমিকম্পের একই সময়ে দুই সাক্ষীকে স্বর্গে তুলে নেওয়া হয়। অতীত ইতিহাসে ফরাসি বিপ্লবের মাধ্যমে যে ভূমিকম্পের পূর্ণতা ঘটেছিল, তা রবিবারের আইন প্রণয়নের সময় যুক্তরাষ্ট্রের উলটপালট হওয়াকে প্রতীকায়িত

করে। অতএব রবিবারের আইন প্রণয়নের সময় পতাকা উঁচু করে তোলা হয়, এবং তখন সেই পতাকা সমগ্র বিশ্বের কাছে 'সুসমাচার' ঘোষণা করে।

> হে জগতের সমস্ত অধিবাসীগণ, এবং পৃথিবীর বাসিন্দারা, তিনি যখন পর্বতসমূহের উপর পতাকা উত্তোলন করেন, তোমরা দেখো; আর যখন তিনি তূর্য বাজান, তোমরা শোনো। ইশাইয়া ১৮:৩।

যখন "তূরী" ফুঁকানো হবে, তখন "নিশান" "সুসংবাদ" প্রকাশ করবে। প্রকাশিত বাক্যের শেষ তূরীর বার্তা হলো সপ্তম তূরী, যা তৃতীয় হায়, যা ইসলাম। ইশাইয়া, যোহন ও ইজেকিয়েল সবাই শেষ দিনগুলো নিয়ে কথা বলছেন, এবং তারা কখনও একে অপরের বিরোধিতা করেন না।

ঈশ্বরের সীলমোহর রবিবারের আইনের সময় ঈশ্বরের প্রজাদের উপর লাগানো হয়।

> যতক্ষণ আমাদের চরিত্রে একটিও দাগ বা কলঙ্ক থাকবে, আমাদের মধ্যে কেউই কখনোই ঈশ্বরের সীলমোহর পাবে না। আমাদের চরিত্রের ত্রুটিগুলো সংশোধন করা এবং আত্মার মন্দিরকে প্রতিটি অপবিত্রতা থেকে পরিশুদ্ধ করা—এই কাজটি আমাদেরই ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তখন অন্তিম বৃষ্টি আমাদের ওপর নেমে আসবে, যেমন প্রারম্ভিক বৃষ্টি পেন্টেকস্টের দিনে শিষ্যদের ওপর নেমে এসেছিল. . ..
>
> "ভাইয়েরা, মহান প্রস্তুতির কাজে তোমরা কী করছ? যারা জগতের সঙ্গে একাত্ম হচ্ছে তারা জাগতিক ছাঁচ গ্রহণ করছে এবং পশুর চিহ্নের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। যারা নিজের উপর ভরসা করে না, যারা ঈশ্বরের সামনে নিজেদের বিনত করে এবং সত্যের আনুগত্য করে তাদের আত্মা শুদ্ধ করছে—এরাই স্বর্গীয় ছাঁচ গ্রহণ করছে এবং তাদের কপালে ঈশ্বরের সীলের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। যখন ফরমান জারি হবে এবং মোহর বসানো হবে, তাদের চরিত্র অনন্তকাল পবিত্র ও কলঙ্কহীন থাকবে।" টেস্টিমোনিজ, খণ্ড ৫, ২১৪–২১৬.

যদিও ফরমানটি রবিবারের আইন প্রবর্তনের সময় আরোপিত হয়, যারা সীল গ্রহণ করবে তাদের রবিবারের আইন আসার আগেই সীল গ্রহণের উপযোগী চরিত্র গড়ে নিতে হবে; কারণ রবিবারের আইনই সেই সঙ্কট, যেটির দিকে ঈশ্বরের বাক্যে বর্ণিত সব সঙ্কটই ইঙ্গিত করে। এটি দশ কুমারীর দৃষ্টান্তে মধ্যরাতে হওয়া "সঙ্কট" বা "ধ্বনি"।

> সংকট চরিত্রকে উদ্ঘাটন করে। মধ্যরাতে যখন এক গম্ভীর কণ্ঠ ঘোষণা করল, 'দেখ, বর আসছে; তোমরা তাকে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে যাও,' তখন ঘুমন্ত কুমারীরা নিদ্রা থেকে জেগে উঠল, এবং দেখা গেল কে এই ঘটনার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিল। উভয় দলই অপ্রত্যাশিতভাবে চমকে উঠেছিল, কিন্তু একদল জরুরি পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিল, আর অন্যদলকে পাওয়া গেল প্রস্তুতিহীন। পরিস্থিতির দ্বারাও চরিত্র প্রকাশ পায়। জরুরি সময় চরিত্রের প্রকৃত দৃঢ়তা প্রকাশ করে। কোনো আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত বিপর্যয়, শোক বা সংকট, কোনো অপ্রত্যাশিত অসুস্থতা বা যন্ত্রণা—যা আত্মাকে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড় করায়—তা চরিত্রের প্রকৃত অন্তঃসারকে উন্মোচিত করবে। ঈশ্বরের বাক্যের প্রতিশ্রুতিগুলিতে সত্যি কোনো বিশ্বাস আছে কি না, তা প্রকাশ পাবে। আত্মা কি কৃপার দ্বারা সমর্থিত, এবং প্রদীপের সঙ্গে থাকা পাত্রে তেল আছে কি না, তাও প্রকাশ পাবে।
>
> পরীক্ষার সময় সবার কাছেই আসে। ঈশ্বরের পরীক্ষা ও যাচাইয়ের মধ্যে আমরা নিজেদের কীভাবে আচরণ করি? আমাদের প্রদীপগুলো কি নিভে যায়? নাকি আমরা এখনও সেগুলো জ্বালিয়ে রাখি? যিনি অনুগ্রহ ও সত্যে পরিপূর্ণ, তাঁর সঙ্গে আমাদের সংযোগের ফলে কি

> আমরা প্রতিটি সংকটের জন্য প্রস্তুত? পাঁচজন জ্ঞানী কুমারী তাদের চরিত্র পাঁচজন মূর্খ কুমারীর মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারেনি। চরিত্র আমাদের প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে গড়ে তুলতে হয়। রিভিউ অ্যান্ড হেরাল্ড, ১৭ অক্টোবর, ১৮৯৫।

জ্ঞানী কুমারীদের তেল দরকার ছিল ঘোষণাটি হওয়ার আগেই, কারণ মধ্যরাতের সঙ্কট এলে তেল সংগ্রহ করার জন্য তখন দেরি হয়ে যায়।

> "হতাশা, যুদ্ধ ও রক্তপাতের একটি মনোভাব বিরাজ করছে, এবং সেই মনোভাব সময়ের একেবারে অন্তিম সীমা পর্যন্ত আরও বৃদ্ধি পাবে। যেইমাত্র ঈশ্বরের লোকেরা তাদের কপালে সীলযুক্ত হবে,—এটি কোনো দৃশ্যমান সীল বা চিহ্ন নয়, বরং সত্যের মধ্যে এমনভাবে স্থিত হওয়া—বুদ্ধিবৃত্তিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় দিক থেকেই—যাতে তাদের টলানো যায় না,—যেইমাত্র ঈশ্বরের লোকেরা সীলযুক্ত হয়ে এবং কম্পনের জন্য প্রস্তুত হবে, তখনই তা আসবে। প্রকৃতপক্ষে, তা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে; ঈশ্বরের বিচার এখন এই ভূমির ওপর নেমে এসেছে, আমাদের সতর্ক করার জন্য, যাতে আমরা জানতে পারি কী আসছে।" ম্যানুস্ক্রিপ্ট রিলিজেস, ভলিউম ১, ২৪৯।

ঈশ্বরের সীলমোহর হলো সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়া—বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে যেমন, তেমনি আধ্যাত্মিকভাবেও। সেই সীলমোহরটি দেখা যায় না, কিন্তু পতাকা প্রকাশ পাবে, কারণ বিশ্বকে সতর্ক করার এটাই একমাত্র উপায়। অতএব এমন এক সময় আছে যখন সীলমোহরটি দেখা যায় না; তার পরে আসে রবিবারের আইন, যখন সেই সীলমোহরটি অবশ্যই দৃশ্যমান হতে হবে।

> পবিত্র আত্মার কাজ হল জগৎকে পাপ, ধার্মিকতা ও বিচার বিষয়ে দোষী সাব্যস্ত করা। জগৎ কেবল তখনই সতর্ক হতে পারে, যখন তারা দেখে যে সত্যে বিশ্বাসীরা সত্যের দ্বারা পবিত্র হচ্ছে, উচ্চ ও পবিত্র নীতির অনুসারে চলছে, এবং উচ্চ, উদাত্ত ভাবধারায় ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনকারীদের সঙ্গে সেগুলোকে পায়ের তলায় দলে দেওয়াদের মধ্যকার সীমারেখা স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিচ্ছে। আত্মার পবিত্রীকরণ ঈশ্বরের মোহর যাদের আছে এবং যারা এক ভ্রান্ত বিশ্রাম-দিন পালন করে—তাদের মধ্যে পার্থক্যটিকে চিহ্নিত করে। পরীক্ষা যখন আসবে, তখন স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাবে পশুর চিহ্নটি কী। তা হল রবিবার পালন করা। যারা সত্য শোনার পরও এই দিনটিকে পবিত্র বলে মানতে থাকে, তারা পাপের মানুষটির স্বাক্ষর বহন করে, যে সময় ও বিধি পরিবর্তন করার কথা ভেবেছিল। বাইবেল ট্রেনিং স্কুল, ১ ডিসেম্বর, ১৯০৩।

রবিবারের আইন প্রবর্তনের আগে যে সীলমোহর অর্জন করতে হবে, তা হলো খ্রিস্টের চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ; এবং এটি স্বর্গদূত ছাড়া কারও চোখে পড়ে না। রবিবারের আইনের সময় যে সীলমোহর দেখা যায়, তা হলো সপ্তম দিনের সাবাথ পালনকারীরা, কারণ এটিই ঈশ্বরের লোকদের সীলমোহর বা চিহ্ন।

> তুমিও ইস্রায়েলের সন্তানদেরকে বল, ‘নিশ্চয়ই আমার বিশ্রামদিনসমূহ তোমরা পালন করবে; কারণ তোমাদের সমস্ত প্রজন্ম জুড়ে এটি আমার ও তোমাদের মধ্যে একটি নিদর্শন, যাতে তোমরা জানতে পারো যে আমিই প্রভু, যিনি তোমাদের পবিত্র করেন।’ নির্গমন ৩১:১৩।

এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সিলকরণ ২০২০ সালের ১৮ জুলাই শুরু হয়েছিল, এবং রবিবারের আইনের আগে অবশ্যই সম্পন্ন হতে হবে।

> হে জগতের সমস্ত অধিবাসীগণ, এবং পৃথিবীর বাসিন্দারা, তিনি যখন পর্বতসমূহের উপর পতাকা উত্তোলন করেন, তোমরা দেখো; আর যখন তিনি তূর্য বাজান, তোমরা শোনো। ইশাইয়া ১৮:৩।

যেগুলোর সিলমোহর এখন খোলা হয়েছে, সেই সাতটি বজ্রধ্বনি নির্দেশ করে যে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের ইতিহাস হলো তৃতীয় ‘হায়’-এর তূরীস্বরের সতর্কবার্তার প্রেক্ষাপটে স্থাপিত একটি বার্তা প্রচারের কাজ। বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীতে ইসলামের তূরী ধ্বনিত হয় সেই নিশান দ্বারা, যা কবর থেকে তুলে উঁচু করা হয়।

প্রতিটি সংস্কাররেখার চারটি মাইলফলক, যা ১৮৪০ থেকে ১৮৪৪ সালের ইতিহাসের চারটি মাইলফলকের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, প্রমাণ করে যে প্রতিটি সংস্কাররেখার চারটি ধাপের প্রত্যেকটিরই সবসময় একই বিষয় থাকে। এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের ইতিহাসে প্রথম মাইলফলক—যা ১৮৪০ থেকে ১৮৪৪ দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছিল—ছিল ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ বার্তার ক্ষমতাপ্রাপ্তি। সেই মাইলফলকটি ছিল ইসলাম। এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সমান্তরাল ইতিহাসের দ্বিতীয় মাইলফলক ছিল ১৮ জুলাই, ২০২০-এর হতাশা। ওই মাইলফলকটি ছিল ইসলাম-সংক্রান্ত একটি ভবিষ্যদ্বাণী, যা সময় নির্ধারণের প্রয়োগে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। তৃতীয় মাইলফলক, যা মধ্যরাতের আহ্বানকে চিহ্নিত করে, তা ইসলাম-সংক্রান্ত ব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণীর সংশোধন। এই সংশোধন সময় নির্ধারণের প্রয়োগের প্রত্যাখ্যানকে উপস্থাপন করে। চতুর্থ মাইলফলকটি হলো রবিবারের আইন, যেখানে উত্তোলিত পতাকা সপ্তম তূরী ধ্বনিত করে, যা তৃতীয় হায়, অর্থাৎ ইসলাম।

ইশাইয়ার চল্লিশতম অধ্যায় পরবর্তী ছাব্বিশ অধ্যায়ের সূচনাবিন্দু নির্ধারণ করে। সেই সূচনাবিন্দুটি প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ে অবস্থিত, যখন যারা লোকদের যন্ত্রণা দিয়েছিল সেই দুই নবীকে আবার জীবিত করা হয়। সান্ত্বনাকারী তাদের পুনরুত্থিত করে দাঁড় করান, এবং পরে তারা স্বর্গে তুলে নেওয়া হয়। ইশাইয়া অরণ্যে ডাকছে এমন কণ্ঠস্বর হিসেবে এলিয়াহ বার্তাবাহককে শনাক্ত করেন। তারপর সেই বার্তাবাহক জিজ্ঞাসা করেন, তার বার্তা কী হবে; এবং তাকে ভাববাদী প্রতীকের ভাষায় জানানো হয় যে ইসলামের বার্তা হলো এক তূরীধ্বনির সতর্কতা, যা পতাকা উত্তোলন করে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু শেষকালে ইসলামের বার্তাকে সতর্কতার তূরী হিসেবে উপস্থাপনের একমাত্র উপায় হলো অতীতের ইসলামকে সনাক্ত করা। মিলারাইটদের বোঝার আলোকে ইসলামের সূচনা, এবং হাবাক্কূকের দুটি পবিত্র চার্টে যেভাবে তা চিত্রায়িত হয়েছে, সেইসবই ব্যবহার করতে হবে তৃতীয় হায়-এর ইসলামের পরিচয় নির্ধারণ করতে।

> প্রভুর দিনে আমি আত্মার মধ্যে ছিলাম, এবং আমার পেছনে তূরীর ন্যায় এক প্রবল কণ্ঠস্বর শুনলাম। প্রকাশিত বাক্য ১:১০।

প্রকাশিত বাক্যে যোহন তাঁর পিছনে শিঙ্গার ধ্বনি শুনছিলেন, এবং যোহন যারা অতীত থেকে আসা একটি কণ্ঠস্বর শোনে, সেই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে প্রতিনিধিত্ব করেন। যোহনের পিছনের সেই কণ্ঠস্বর—অর্থাৎ অতীতের শিঙ্গাধ্বনির প্রতিনিধিত্বকারী—হলো অগ্রগামীদের সেই উপলব্ধি যে শিঙ্গাগুলি ছিল রবিবারের উপাসনার বিরুদ্ধে ঈশ্বরের বিচার। প্রথম চারটি শিঙ্গা ৩২১ খ্রিস্টাব্দে কনস্টান্টিন কর্তৃক প্রণীত প্রথম রবিবারের আইনের প্রতিক্রিয়ায় পৌত্তলিক রোমের বিরুদ্ধে আনা হয়েছিল। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শিঙ্গা—যা যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় হায়—৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে অরলিয়ঁর পরিষদে পোপীয় রোমও যখন রবিবারের আইন পাস করে, তার পর পোপীয় রোমের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের বিচারকে প্রতিনিধিত্ব

করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যখন রবিবারের আইন পাস হয়, তখন ইসলামের তৃতীয় হায় আসে। তখন নিশান উত্তোলিত হয় এবং ইসলামের সূচনালগ্নের ভূমিকাকে ভিত্তি করে ইসলামের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ভূমিকাকে চিহ্নিত করে।

পতাকার মাধ্যমে ঘোষিত বার্তাটি কেবল তখনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, যখন সেই বার্তাটি আলফা ও ওমেগার প্রেক্ষাপটে স্থাপন করা হয়। ইশাইয়ার চল্লিশতম অধ্যায়ে এই ভূমিকার পর, ঈশ্বরকে আলফা ও ওমেগা হিসেবে বাইবেলের সবচেয়ে শক্তিশালী ও সরাসরি উপস্থাপনা পরপর কয়েকটি অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। ওই অধ্যায়গুলো যীশু খ্রিস্টের 'প্রকাশ' সম্পর্কে ইশাইয়ার উপস্থাপনা—যে 'প্রকাশ' ঈশ্বর যীশুকে দিয়েছিলেন, 'তাঁর দাসদের দেখানোর জন্য যে বিষয়গুলো অচিরেই ঘটতে চলেছে; এবং তিনি তা তাঁর দূতের মাধ্যমে তাঁর দাস যোহনের কাছে পাঠিয়ে চিহ্ন দ্বারা জানালেন,' যিনি তা 'একটি পুস্তকে লিখে' 'সাতটি মণ্ডলীর কাছে' পাঠিয়েছিলেন।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে ইশাইয়ার নিম্নলিখিত অধ্যায়গুলো বিবেচনা করব।

> ধন্য তিনি, যিনি পড়েন, আর ধন্য তারা, যারা এই ভাববাণীর বাক্যগুলি শোনে এবং তাতে যা লেখা আছে তা পালন করে; কারণ সময় আসন্ন। প্রকাশিত বাক্য ১:৩।